প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরের বর্তমান সংকট ও তার সমাধানে করণীয় সম্পর্কে বিটিএমএ কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সমিতির প্রেসিডেন্ট জাহাঙ্গীর আলামীনের বক্তব্য

ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগন
আমার সহ-কর্মীসহ
উপস্থিত বিটিএমএ'র অন্যান্য সদস্য বৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম

আমি প্রথমেই আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে আপনাদের উপস্থিতির জন্য আমার নিজের ও সমিতির পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের নিকট আরো কৃতজ্ঞ এ কারনে যে যখনই আমরা আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি, আপনাদের অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আপনারা আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন

আপনারা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মাধ্যম হতে **রপ্তানিমূখী নীট ও ওভেন ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং** মিলগুলো রপ্তানি আদেশ গ্রহন করতে না পারায় মিল গুলো বর্তমানে মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে মর্মে অবহিত হয়েছেন। সমিতির তথ্যানুযায়ী ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং মিলগুলো তাদের ক্যাপাসিটির **৭০ শতাংশের মত ব্যবহার করতে পারছে না, যা আমাদের মতে মিল গুলো বন্ধ থাকার মতোই**। কেন এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা আনুষ্ঠানিক ভাবে আপনাদের নিকট তুলে ধরার জন্যেই আজকের এই সংবাদ সম্মেলন।

বন্ধুগণ,

আপনাদের মনে আছে আমরা প্রথম থেকেই **EU GSP সুবিধা গ্রহনের ক্ষেত্রে Rules of Origin Criteria'র যে কোন পরিবর্তনের, আমাদের তথা সরকারের পক্ষ থেকে যে কোন উদ্যোগের বিরোধিতা করি এবং সংশিষ্ট সকলকে অবহিত করি যে এর ফলে সাময়িকভাবে হয়তো** EU তে আমাদের তৈরী পোশাকের রপ্তানি বাড়বে কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী **নেতিবাচক** প্রতিক্রিয়ায় **প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরে কি বিপর্যয় নেমে আসবে তা সরকারসহ সংশিষ্ট সকলকে জানিয়ে এর যে কোন পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহন থেকে সংশিষ্ট সকলকে বিরত থাকার অনুরোধ করি। কিন্তু আমাদের অনুরোধের কোন ইতিবাচক প্রতিফলন কোথাও হয়নি, বরং পরবর্তীতে EU GSP সুবিধা গ্রহণের জন্য 2-Stage Criteria নির্ধারণ করে।**

তারপর থেকে আবারো 2-Stage Criteria পরিবর্তন করে Single Stage করার জন্য বিভিন্নভাবে EU তে দেন দরবার হতে থাকে। আমরাও এধরনের উদ্যোগের বিরোধিতা করি। উলেখ্য যে EU 2-Stage এর ফলে PTS'র ওভেন উপখাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শম্নথ গতি ধারা পরিলক্ষিত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মিলগুলো অসুবিধার সম্মুখীনও হয়। এতদসত্ত্বে বিভিন্ন Adjustment মাধ্যমে স্থানীয় ইয়ার্ণ ও ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং মিল গুলো তৈরী পোশাক শিল্পে(নীট ও ওভেন) প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ইয়ার্ণ ও ফেব্রিক সরবরাহ করে আসছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক EU Rules of Origin Criteria'য় পরিবর্তন তথা **Single Stage হওয়ায় PTS বর্তমানে মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে এবং আমরা এর নেতিবাচক প্রভাবের যে বিষয়টি আশংকা করেছিলাম, তাই-ই এখন সত্য হতে যাচ্ছে।**

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

EU GSP'র প্রতিক্রিয়া ঃ PTS'র অস্তিত্ব বিপন্নের মুখে

সমিতির তথ্য মতে রপ্তানিমুখী ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং মিলগুলো ২ হাজার কোটি টাকার (প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে) বেশি রপ্তানি আদেশ গ্রহন করতে না পারায় তা অন্যদেশে Shift হয়ে গেছে। **আমরা তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত রেখেছি এবং আমরা আশংকা করছি যে এর পরিমান আরো অনেক বেশি হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে ২০১০ এর জানুয়ারী-মার্চ এর তুলনায় এ বছরের জানুয়ারী-মার্চে ওভেন ও নীট ফেব্রিকের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৮৮.৩৪% ও ৩২.৩৫%। বর্তমানে স্পিনিং মিলগুলোতে ২ লাখ টনেরও বেশি সুতা মজুত রয়েছে যার মূল্য ৮ হাজার কোটি টাকার উপর। উলেখযোগ্য ২০১০ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ যখন EU'র 2 Stage GSP সুবিধা ছিল তখন আমাদের মিলগুলোর এ অবস্থা ছিল না। আমরা দ্ব্যার্থহীন ভাবে বলতে চাই যে EU** জিএসপি'র **Single Stage Criteria'র** নেতিবাচক **প্রভাবই বর্তমানে সুতার মজুত এবং রপ্তানি আদেশ গ্রহন করতে না পারার অন্যতম কারন, EU যা আমাদের PTS'র বর্তমান বিনিয়োগকে হুমকির সম্মুখীন করেছে।**

৪৫০০ কোটি টাকার হ্যান্ডলুমের বাজার হাতছাড়া হবে

বাংলাদেশে প্রায় ৫ লক্ষ হ্যান্ডলুম রয়েছে, যার মধ্যে ৩ লক্ষ তাঁত সচল। উক্ত হ্যান্ডলুমের বার্ষিক উৎপাদন **ক্ষমতা প্রায় ৩৮৫ মিলিয়ন মিটার, এবং এর সাথে জড়িত রয়েছে ১৫ লক্ষ লোক**। আমাদের মতে হ্যান্ডলুমে প্রায় **৪৫০০ কোটি টাকার উপর বস্ত্র সামগ্রী তৈরী হয়**। হ্যান্ডলুমের সাথে জড়িত তাঁতীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা এতই করুণ যে তাদের পক্ষে সুতা আমদানি করে তাঁত সচল **রাখা সম্ভব হয় না। আমাদের স্থানীয় স্পিনিং মিল গুলো হ্যান্ডলুমের সুতার অন্যতম সরবরাহকারী। আমরা মনে করি স্পিনিং উপখাত টি বিপর্যস্ত হলে আমাদের হ্যান্ডলুম খাতটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ফলে আমাদের উক্ত বাজারটিও বিদেশী দের হাতে চলে যাবে।**

বাংলাদেশ বিদেশীদের সুতা ও বস্ত্রের বাজারে পরিনত হবে

যদি অনতিবিলম্বে এ সংকট থেকে উত্তোরনে সরকার ইতিবাচক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন না করেন তা হলে নিশ্চিতভাবে **PTS এ বিপর্যয় নেমে আসবে, ফলে এ খাতে অদ্যাবধি যে বিনিয়োগ হয়েছে তা কুঋণ হিসেবে পরিনত হবে, ব্যাংকগুলোর বর্তমান তারল্য সংকট আরো ঘণিভূত হবে, বিদ্যমান লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মচ্যুতি হবে, যা আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাবে। সর্বোপরি ১৫ কোটি লোকের বস্ত্রের মৌলিক চাহিদার উপর পুনরায় পর নির্ভরশীলতা এবং দেশ সুতা ও বস্ত্রে পূর্বের ন্যায় বিদেশীদের বাজারে পরিনত হবে। এর প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীতে তৈরী পোশাক উপখাতে বিপর্যয় নেমে আসবে, যেমনটি হয়েছে শ্রীলংকা, মরিশাস ও মায়ানমারে।**

সার্বিক টেক্সটাইলসে PTS 'র অবদান

আমরা বিভিন্ন সময়ে প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরে একটি সংগঠিত ও কার্যকর ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ গড়ে উঠেছে তা বলে এসেছি এবং **এরই প্রেক্ষিতে আমাদের তৈরী পোষাক শিল্পের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি, অব্যাহত ও টেকসই রয়েছে বলে আমরা বলে আসছি।** প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরে যে ব্যাক ওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ গড়ে উঠেছে তার পেছনে মূখ্য বিষয় হিসেবে যেগুলো কাজ করেছে তা **হলো প্রাথমিকভাবে ২৫% বিকল্প নগদ সহায়তা প্রদান, টেক্সটাইল খাতের ক্যাপিটাল মেশিনারী ও মৌলিক কাঁচামালকে শুল্ক ও করমুক্তভাবে আমদানির সুযোগ প্রদান সর্বোপরি GSP সুবিধা গ্রহনের ক্ষেত্রে EU GSP'র Three Stage Criteria উলেখযোগ্য**।

বিভিন্ন সময় থেকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি ও সহায়ক নীতিমালা এবং এ দেশের উদ্যোক্তাদের অদম্য মনোবল ও সাহসের প্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরের স্পিনিং উইভিং ও ডাইয়িং প্রিন্টিং-ফিনিশিং উপ খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ হয়েছে। এখাতে বিনিয়োগের পরিমান বর্তমানে ৩০ হাজার কোটি টাকার উপর, যা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন একটি খাতে এককভাবে সর্বোচ্চ। এর ফলে PTS সার্বিক টেক্সটাইল ও ক্লোদিংয়ে যে অবদান রাখছে তাহলো ঃ

- **রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পে স্থানীয় ফেব্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ হচ্ছে ৭০ শতাংশের মতো যার প্রেক্ষিতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়।**
- **মোট রপ্তানি আয়ে টেক্সটাইলস ও ক্লোদিংয়ের অবদান প্রায় ৮০ শতাংশ।**
- **তৈরী পোশাকের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি, অব্যাহত ও টেকসইয়ে PTS'র ভূমিকা সর্বোচ্চ।**
- **রপ্তানি আয় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ১২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১০-১১ এর প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) ১৫.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে PTS'র অবদান ৯.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।**
- **বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাতের উন্নয়নের ফলে ব্যাংক, বীমা, পরিবহন ও প্রসাধনী শিল্পের বিকাশের কারণে Cliental Base তৈরী।**

বর্তমান সংকটের কারণ ঃ

EU Rules of Origin Criteria'র পরিবর্তন করে Single Stage -এ নির্ধারণ সহ বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টির অন্যান্য যে কারন রয়েছে তা হলো **চরম গ্যাস বিদ্যুৎ সংকটের ফলে মিলগুলোর উৎপাদন ক্ষমতার ৩৫-৪০ শতাংশ ব্যবহার করতে না পারা, ব্যাংক সুদের উচ্চহার, নির্দিষ্ট সময়ে তুলার জন্য এলসি ওপেন করা সত্বেও রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক তুলা রপ্তানি বন্ধ এবং প্রতিযোগি দেশ কর্তৃক তাদের বস্ত্র খাতকে আরো টেকসই ও অধিকতর প্রতিযোগি করার জন্য নানাবিধ প্রণোদনামূলক সুবিধাদি প্রদানের কারণে আমাদের ইয়ার্ণ ও ফেব্রিক উৎপাদনে তাদের সাথে যে ১৫-২০ শতাংশ Price Disadvantage** হচ্ছে, তা কোনক্রমেই মিনিমাইজ করতে না পারা উলেখযোগ্য।

<u>দেশী / বিদেশী চক্রান্ত</u>

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আমাদের বস্ত্রখাতটি ধ্বংসের জন্য দেশী / বিদেশী চক্রান্ত চলছে। আমি তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। অপনারা জানেন আমাদের স্পিনিং মিলে ব্যবহৃত তুলার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই আমদানি করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন তুলার মূল্য বৃদ্ধি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সুনির্দিষ্ট এল সি থাকার পরও তখন তুলার সংশিষ্ট রপ্তানিকারক দেশ আমাদের কে তুলা সরবরাহ করেনি বরং তুলা রপ্তানির উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে।

অন্যদিকে তুলার মূল্য বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় গ্যাস ও বিদ্যুতের কারনে আমাদের স্পিনিং মিলের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার ফলে আমরা যখন রপ্তানিমূখী নীট ও ওভেন RMG'র চাহিদা মাফিক সময় মতো সুতা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হচ্ছিলাম, বাস্তবতা বিবেচনা করে আমরা তখন বেনাপোল স্থল বন্দরের মাধ্যমে সুতা আমদানির জন্য সরকারকে অনুরোধ করি। সরকারও বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে সুতা আমদানি উন্মুক্ত করেন। আপনারা জেনে অত্যন্ত বিস্মিত হবেন যে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে অদ্যাবধি যে পরিমান সুতা আমদানি হয়েছে তা অত্যন্ত নগণ্য। এর মূল কারন হচ্ছে তখন ভারত সরকার সুতা রপ্তানি বন্ধ করে দেয়।

তুলা রপ্তানির উপর বিধি নিষেধ আরোপের সময় আমাদের প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার বেলের মতো তুলার এল সি Pending ছিল। আমাদের স্পিনিং মিলের জন্য উক্ত তুলার গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে আমরা উক্ত তুলা আমদানির লক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করি। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী বিষয়টি সংশিষ্ট দেশের সাথে তা উত্থাপনও করেন এবং এর ধারাবাহিকতায় ভারত Pending এল সি'র তুলা সরবরাহেও সম্মত হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার মূল্য যখন কমতে থাকে তখন ভারত তুলা ও সুতা রপ্তানির উপর থেকে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করে। আমরা মনে করি নির্দিষ্ট সময়ে যদি ভারত তুলা আমদানি করা যেতো তাহলে পরিস্থিতি হয়তো এতটা খারাপ হতো না। আমরা মনে করি তুলা ও সুতা রপ্তানি নিয়ে ভারতের গৃহীত পদক্ষেপ বর্তমান সংকটের জন্য বহুলাংশে দায়ী।

অদ্যাবধি আমরা উক্ত দেড় লক্ষ বেল তুলা আমদানি করতে পারিনি। ফলে অনেক মিল সংকটে পরে। সংকট উত্তরনের লক্ষ্যে এবং মিলের উৎপাদন অব্যাহত রাখাসহ সময়মত রপ্তানি আদেশ Comply করার স্বার্থে তখন অনেক মিল জরুরী প্রয়োজনের জন্য স্থানীয়ভাবে উচ্চ মূল্যে তুলা ক্রয় করে, যার প্রভাব সরাসরি তুলার উৎপাদন খরচকে বৃদ্ধি করে। এরই প্রেক্ষিতে সুতার উচ্চ মূল্যের কারনে আমাদের ফেব্রিক মিলগুলো প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ফেব্রিকের অনেক রপ্তানি আদেশ Negotiate করতে পারেনি, যা পরবর্তীতে অন্য দেশে শিফট্ হয়ে গেছে।।

<u>সংকট উত্তরনে কেন সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে ঃ</u>

<u>সমভাবে ও সমদক্ষতায় প্রতিযোগিতার সামর্থ্য অর্জনের জন্য</u>

EU Rules of Origin'র Single Stage'র কারণে ইয়ার্ণ ও ফেব্রিক মিলগুলো আমাদের টেক্সটাইল সেক্টরে বিদ্যমান সুবিধাদি গ্রহণপূর্বক বর্তমানে কোন ক্রমেই প্রতিযোগি হচ্ছে না তথা সুতা ও ফেব্রিকের মূল্য গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নির্ধারণ করতে পারছে না। কেননা EU GSP 2-Stage Criteria'য় আমাদের নীট ও ওভেন ফেব্রিক রপ্তানিতে যে <u>১২.৫০ শতাংশ</u> Advantage ছিল, আমাদের বস্ত্রখাতে বিদ্যমান সুবিধাদি তা Offset করার জন্য কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়, বরং EU GSP Single-Stage'র সুবিধা আমাদের বস্ত্রখাতের প্রতিযোগি দেশগুলো পরোক্ষভাবে ভোগ করছে।

আমাদের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাষ্ট্রীর তৈরী পণ্য তথা **সুতা ও ফেব্রিকের ৮০ শতাংশই তৈরী পোশাক আকারে বিদেশে রপ্তানি হয় যার সিংহভাগই হচ্ছে ইউরোপিয়ন ইউনিয়নভূক্ত দেশে। প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরের মিলগুলো বর্তমানে আমদানি পরিপূরক শিল্প। এতে একদিকে যেমন বিপুল পরিমান মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে, অন্যদিকে National Exchequerও সমৃদ্ধ হচ্ছে।**

টেক্সটাইল খাতে আমাদের প্রধান প্রতিযোগি দেশ হচ্ছে ভারত, পাকিস্তান ও চীন। তাদের রয়েছে নিজস্ব মেশিনারী, কাঁচামাল ও রং-রসায়ন। **এছাড়াও উক্ত দেশগুলো তাদের টেক্সটাইল খাতকে আরো প্রতিযোগি করার জন্য বিভিন্ন ধরণের Supportive Policy ও সুতা ও বস্ত্র উৎপাদন বিভিন্ন পর্যায়ে নানাবিধ আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করছে**

এবং প্রতিনিয়ত Policy Adjustment করে চলেছে। এরই প্রেক্ষিতে Initial Stage-এ আমাদের সাথে তাদের ১৫-২০ শতাংশ Price Dis-advantage সৃষ্টি হয়েছে।

<u>তৈরী পোশাকের বর্তমানের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত ও টেকসই করার জন্য</u>

একদশক পূর্বেও আমাদের ইয়ার্ণ ও ফেব্রিক অভ্যন্তরীন প্রয়োজন মিটানোর জন্য এবং তৈরী পোশাক শিল্প তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তথা ইয়ার্ণ ও ফেব্রিকের জন্য মূলতঃ ভারত, চীন ও পাকিস্তানের উপর নির্ভর করতে হতো। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উলেখ করতে চাই যে, আমাদের উদোক্তাদের অপরিসীম সাহস, অদম্য আগ্রহ এবং সরকারের Policy Support'র কারনে আমাদের আগের অবস্থানটি এখন আর নেই। প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরে এখন একটি কার্যকর ও সংগঠিত ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইণ্ডাষ্ট্রী থাকায়, যারা একসময় আমাদের সূতা ও কাপড়ের প্রধান রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল, আমরা এখন টেক্সটাইল ও ক্লোদিয়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাদের মূল প্রতিযোগি। প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরের বর্তমান অবস্থাটি যদি কোন কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহলে আমাদের এ অবস্থানটি আগামীতে থাকবে না কিনা, তা বিবেচনায় নিতে হবে।

<u>রপ্তানি আয় ২০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত ও আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য</u>

২০১৫ এর মধ্যে বস্ত্রখাত হতে রপ্তানি আয় ২০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে হলে এ খাতে আরো প্রায় ৭২টি স্পিনিং, ৯৩ টি উইভিং, ৬০ টি ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ও ৭০ নীটিং ও নীট ডাইয়িং মিল স্থাপন করতে হবে, যাতে প্রয়োজন হবে ২.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে আমাদের অনুমান মতে ৮ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। টেক্সটাইল শিল্প মূলতঃ ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ এবং লেবার ওরিয়েন্টেড। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে জনশক্তি খাতের পরই বস্ত্রখাতের অবস্থান। তাই বস্ত্রখাতেই ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে যা অন্য কোন খাতে সম্ভব নয়।

<u>আশু করণীয়</u>

সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

এমনিতেই গত ৩ বছরে PTS এ তেমন কোন বিনিয়োগ হয়নি। এ খাতটি বর্তমানে যে সমস্যায় রয়েছে তা অব্যাহত থাকলে নতুন বিণিয়োগ তো দুরের কথা, বিদ্যমান বিনিয়োগেরও অস্তিত্ব থাকবে না, নতুন কর্মসংস্থানের প্রশ্ন অবান্তর। <u>ইতোমধ্যেই এখাতে ৩০ হাজার কোটি টাকার উপর বিনিয়োগ হয়েছে</u>। আমাদের তৈরী পোশাকের **<u>দীর্ঘস্থায়ী রপ্তানি প্রবৃদ্ধি PTS এর সাথে জড়িত। অন্যদিকে এখাতটিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে অর্থনীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খাত তথা ব্যাংক, বীমাসহ অন্যান্য সাইকেলগুলো। এ খাতের সাথে সংশিষ্ট রয়েছে প্রায় ১ কোটি লোকের রুটি রুজির বিষয়টি।</u>**

বর্তমান সংকট মোকাবেলায় আমাদের বস্ত্রখাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি অত্যন্ত অপ্রতুল যার মাধ্যমে কোনক্রমেই প্রতিযোগি দেশ কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা ও **EU GSP'র Single Stage Criteria'র কারণে সৃষ্ট Price Disadvantage Offset করার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই অনতিবিলম্বে নিম্নোক্ত পদড়োপগুলো গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক, অন্যথায় এ খাতটিতে বিপর্যয় নামার পাশাপাশি সার্বিক বস্ত্রখাতে বিপর্যয় নেমে আসবে, যার পরিণতি আমাদের অর্থনীতির জন্য সুখকর হবে না।**

১. **বিদ্যমান ৫% বিকল্প নগদ সহায়তার হার বৃদ্ধি করে ১৫% নির্ধারণসহ তা ২০১৫ পর্যন্ত বহাল রাখা;**
2. **প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরের তথা বস্ত্র উৎপাদনের সাথে সংশিষ্ট কোম্পানীর আয়কর হার ১০% এ নির্ধারণ করা;**
3. **টেক্সটাইল সেক্টরে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার স্বার্থে কর অবকাশ সুবিধা ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা;**
4. **পণ্যের বহুমুখীকরণ উৎসাহিত ও তুলার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের জন্য পলিয়েষ্টার ও ভিসকস স্ট্যাপল ফাইবার, এক্রেলিক টো এবং টপস, পেট-চিপস ও চিপসের শুল্ক ও কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা।**
5. **দেশীয় শিল্পের ন্যায্য স্বার্থ সংরড়াণের জন্য Safeguard Measure হিসেবে রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নিরম্নৎসাহিত করার লড়্যে তুরস্কসহ আমাদের বস্ত্রখাতের প্রতিযোগি দেশ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদির অনুরূপ পদড়োপ গ্রহণ করা।**
6. **Effluent Treatment Plant-এ ব্যবহৃত এইচ.এস.কোড ৩৮২৪.৯০.৯০ ও ৩৯০৬.৯০.০০ এর আওতাধীন ক্যামিকেলসকে বিটিএমএ'র পত্রয়ন পত্র সাপেড়্যে শুল্ক ও কর মুক্তভাবে আমদানির বিধান।**
7. **ব্যাংক সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নির্ধারণ।**

zeenat